দৈনিক জনকণ্ঠ

32

তারিখ 18 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট চলছে

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা নিরসনের উদ্যোগ চাই

শাহেদুল আলম

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্ট অচলাবস্থার নিরসন হয়নি। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে ইউকসু সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের আহবানে সোমবার সড়ক অবরোধ কর্মসূচী পালন করে ছাত্ররা। পাশাপাশি ৫ জানুয়ারি থেকে চলছে অবিরাম ছাত্র ধর্মঘট। রবিবার বুয়েটের ছাত্রছাত্রীরা ডিসি অফিস ঘেরাও করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নিরাপত্তা প্রহরী কর্তব্যরত অবস্থায় মস্তানদের হাতে গত ৯ জানুয়ারি নিহত হয়। যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে কর্মচারীরা একদিন ধর্মঘট করেছে ইতোমধ্যেই। আজ কর্মচারীদের সভা রয়েছে। সেই সভা হতে লাগাতর ধর্মঘটের কর্মসূচী দেয়া হতে পারে। কর্মচারী ইউনিয়নের একটি সূত্রমতে, ধর্মঘটের কর্মসূচী প্রায় নিশ্চিত। সারাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের সাথে বুয়েটের অফিসাররাও ধর্মঘট শুরু করেছেন সোমবার থেকে।

সবমিলিয়ে দেশের সর্বোচ্চ প্রকৌশল শিক্ষাকেন্দ্রটির অবস্থা বেশ আশঙ্কাজনক। ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা জীবন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট পর্যায়ের গবেষণা কাজ হুমকির সম্মুখীন।

ডিসি বিরোধী আন্দোলনের এ পর্যায়ে রবিবার ইউকসু ও ছাত্রঐক্য নতুন কর্মসূচী ঘোষণা করেছে। কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে এ সপ্তাহ ছাত্রধর্মঘট, মিছিল, কালোপতাকা প্রদর্শন। নেতৃবৃন্দ আজ মঙ্গলবার সকাল এগারোটায় ক্যাম্পাসে সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এতে ছাত্রঐক্য ও ইউকসু নেতৃবৃন্দ বুয়েটের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরবেন।

প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান অচলাবস্থার সূচনা গত ৮ ডিসেম্বর শিক্ষকদের ধর্মঘটের মধ্যদিয়ে। দু'দফা দাবি আদায়ের জন্য শিক্ষকরা এদিন হতে শুধুমাত্র তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ষের ক্লাস নেয়া হতে বিরত থাকেন। শিক্ষক ধর্মঘটের একপর্যায়ে শিক্ষকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি বর্ষেরই ক্লাস না নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার আগেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০ ডিসেম্বর হতে শীতকালীন ছুটি ঘোষণা করেন, যা একাডেমিক ক্যালেন্ডারে ছিল না। ছাত্ররা প্রতিবাদ জানায়, হঠাৎ করে শীতকালীন ছুটি ঘোষণা করায়। ছাত্রদের সে প্রতিবাদ জোড়ালো ছিল না। আশা ছিল, এর মধ্যে হয়ত প্রশাসনের সাথে শিক্ষকদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারটি মিটে যাবে। শুরু হবে ক্লাস। শীতকালীন ছুটি শেষে ছাত্ররা হলে আসে। ২ জানুয়ারি হতে ক্লাস হওয়ার কথা। কিন্তু আবার সেই শিক্ষক ধর্মঘট। ক্লাস হবে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি ছাত্রসংগঠন মিলে ৩ জানুয়ারি গঠন করে সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিনিধিত্বকারী জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রলীগ(ম-ই), ছাত্রলীগ (বা-কা) ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট মিলে গঠিত হয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য। পরে ছাত্রফেডারেশনও এই ঐক্যে যোগ দেয়।

ছাত্রঐক্য নেতৃবৃন্দ ঐদিনেই প্রশাসন চালানোয় ব্যর্থতার অভিযোগ এনে ভিসির পদত্যাগ দাবি করে। ৪ জানুয়ারি কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের দাবি-দাওয়া মেনে নেয়। শিক্ষকরা ৫ জানুয়ারি হতে ক্লাস নেয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু ঐদিন হতে শুরু হয় সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের ডাকে অবিরাম ছাত্রধর্মঘট। ইউকসু ছাত্রঐক্যের আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছে।

সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের একটি সূত্র জানায়, বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনকল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের সাথে যোগাযোগ করা হবে।

এ সপ্তাহের মধ্যেই ইউকসু ও সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।